পশ্চিমাদের কণ্ঠ শুনি

ইসলামের জয়ধ্বনি

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল মুসনিদ

ভাষান্তর

আল আমিন আলামপুরী

শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম
মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া

আয়ান
প্রকাশন

ইসলামের জয়ধ্বনি

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল মুসনিদ

ভাষান্তর
আল আমিন আলামপুরী

সম্পাদনা
আয়ান টিম

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
দোকান নং : ১১৯, ১ম তলা, পিয়াস গার্ডেন বুকস কমপ্লেক্স, ৩৭
নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯-৭২৪৩০৯২৯, ০১৬-৩২৪৩০৯২৯

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিকদাদ

ISBN 978-984-95998-3-8

মূল্য ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক
নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

আল-ইহদা

যারা ঝলমলে আলো দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন, বাহ্যিক চাকচিক্যের বাহারে মুগ্ধ হয়ে যান, আর বারবার প্রতারিত হন প্রবৃত্তির মিথ্যে ছলনায়।

যারা সর্বদাই খ্যাতির সন্ধান করে ফিরছেন এবং মিথ্যা গৌরব ও তুচ্ছ সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাণপণে।

যারা সুখ খুঁজে চলেছেন এবং সুখী হওয়ার জন্য জীবনবাজি রেখেছেন।

যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত; ধ্বংস ও দুর্গতি যেই পশ্চিমাদের ললাট তিলক।

যারা 'নারী স্বাধীনতার' মুখরোচক স্লোগানে মুগ্ধ এবং তাদের ছড়ানো সন্দেহ-সংশয়ের কাছে পরাজিত।

যে সকল মেয়েরা অত্যধিক পড়াশোনা, উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন ও চাকরির ছুঁতোয় বিয়ে করতে অনাগ্রহী।

আমি আপনাদের জন্য এবং আপনাদের মত আরো অন্যান্য ভাই-বোনদের জন্য এই স্বীকারোক্তিগুলো উৎসর্গ করলাম। আশা করি, আপনারা তা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবেন। আর এর শিক্ষা-দীক্ষাগুলো জীবনের গতিপথ নির্ধারণে কাজে লাগাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন! আর একমাত্র তিনিই তাওফীকদাতা।

লেখক

সূচি

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

পশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

অ্যালেক্সিস ক্যারেল ১১
রাষ্ট্রপতি উইলসন ১২
বার্ট্রান্ড রাসেল ১২
আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা মরে যাচ্ছে ১২
আমরা আমাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে আপনাদের সাথে আছি ১৪
ইসলামই যেন ছিল আমার লক্ষ্য ১৬
আমাদের সম্প্রদায় একদিন মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করবে ১৯

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

দার্শনিক কার্লাইল ২২
অধ্যাপক শাবল ২৩
আলফান্স ডি ও লেমারটিন ২৪
টর আন্দ্রে ২৪

জোসেফ জে নূনান ২৪
রবার্ট এল গাল্লিক ২৫
স্ট্যানলি লেনপুল ২৫
ফিলিপ কে হিট্টি ২৬
পাদ্রী আর ভি সি বোডলে ২৬
এনি বেসান্ত ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথাকথিত নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি ২৮

তৃতীয় অধ্যায়

আইবুড়ো মহিলাদের স্বীকারোক্তি ৫০

চতুর্থ অধ্যায়

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বীকারোক্তি ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

জাহান্নামীদের স্বীকারোক্তি ৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিক্ষিপ্ত কিছু স্বীকারোক্তি ৭২
আযান বিষয়ক স্বীকারোক্তি ৭৪
দিন শেষে ৭৫

লেখক পরিচিতি

নামঃ মুহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-মুসনিদ। জন্মঃ ১৩২৮ হিজরিতে রিয়াদ শহরে। তিনি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেছেন নিজ শহর রিয়াদে। খুব অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। এরপর ভর্তি হন 'ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়'। এর অধীন কলেজ অফ শরিয়ায় এবং ১৪০৬ হিজরীতে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর ছয় বছর যাবত শিক্ষকতা করেন এবং প্রথমে রিয়াদের শুবাহ অঞ্চলের মসজিদ সালাহ-উদ্দীনের ইমাম নিযুক্ত হন, তারপর রাবওয়াহ জেলার মসজিদুল হিদায়াহ-এর ইমাম নিযুক্ত হন।

তারপরে তিনি রিয়াদের টিচার্স কলেজে আল-কুরআন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৪১৯ হিজরিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

হিজরি ১৪২৬ সালে তিনি কুরআনের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার ডক্টরেটের বিষয় ছিলঃ 'তাফসিরের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর গ্রহণকৃত মতামত', সূরা মায়িদার শুরু থেকে সূরা আল-ইসরার শেষ পর্যন্ত। বর্তমানে তিনি সৌদির 'আল জামইয়্যাতুল ইলমিয়্যাতুল কুরআনিয়্যাহ' (কুরআন বিশেষজ্ঞ সোসাইটি) এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে।

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الشرفاء-

এখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উল্লেখ করেছি; যারা জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত, দীর্ঘকাল ধরে তারা যাদের প্রশংসা করে আসছে এবং যাদের নাম ও ছবি আরবসহ অন্যান্য অনেক আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের বড় একটা অংশ দখল করে রয়েছে।

সেই সাথে রয়েছে অন্যান্য দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও কিছু স্বীকারোক্তি। আমি এই স্বাকীরোক্তিগুলো তুলে দিচ্ছি এই প্রজন্মের হাতে এবং অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে। ইনশাআল্লাহ এগুলো থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারবে এবং তা তাদের জীবন পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

জ্ঞাতব্য যে, স্বীকারোক্তিগুলো উল্লেখের পাশাপাশি প্রয়োজনবশতঃ সংক্ষিপ্তাকারে নিজ থেকে কিছু মন্তব্যও যুক্ত করেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসহ অন্যান্য সকল আমলকে কবুল করে নেন! আমীন!

লেখক

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

পশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

পাশ্চাত্য সভ্যতার মরীচিকায় কতশত জন যে প্রতারিত এবং তার মরণফাঁদে কত বিজ্ঞজন যে নিপতিত, তার কি কোন হিসাব আছে?! অথচ আপনি যদি সঠিক কোন শব্দে এর স্বরূপ প্রকাশ করতে চান, তাহলে বলতে হবে সেটা একটা 'চিড়িয়াখানা'। হ্যাঁ, বাস্তবেই সেটা একটা বড় ধরণের চিড়িয়াখানা, যা মানুষের ভাষায় কথা বলা প্রাণীদের দ্বারা ভরপুর। মহান আল্লাহ তাআলার ভাষায়—

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

> 'তারাতো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথ গামী।'[১]

যদিওবা তারা বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষে কিন্তু নীতি-নৈতিকতার অধঃপতনে তারা আজ নিমজ্জিত নীচুতার অতল গহ্বরে। কারণ, কোন জাতির বিচার করা হয় কেবল তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ দ্বারা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও শিল্প দ্বারা নয়। অতীতে এক আরব কবি বলে গিয়েছেন—

[১] সূরা ফুরকান-৪৪

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

'কোন জাতি বেঁচে থাকে, যতদিন তাদের নীতি-নৈতিকতা থাকে। যখন তাদের নীতি- নৈতিকতা চলে যায়, তখন তারাও তার পিছু পিছু হারিয়ে যায়।'

আল্লাহর কসম! কবি এক বিন্দুও মিথ্যা বলেননি। নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এই পশ্চিমা সভ্যতাও মারা যেতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, অচিরেই তা মুখ থুবড়ে পড়বে। আর এটা শুধু আমাদের কথা নয়। বরং তা বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতদের মুখের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য। এখানে তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো

অ্যালেক্সিস ক্যারেল

এই শতাব্দীর মহান বিজ্ঞানী অ্যালেক্সিস ক্যারেল[২] বলেছেন—

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকে এখন একটি কঠিন অবস্থানে দেখতে পাচ্ছে। কারণ, এই সভ্যতা আমাদের মানব জাতির জন্য উপযুক্ত নয়। এর সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞানের নির্দেশনা ছাড়াই। কল্পনাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানুষের মনোপ্রবৃত্তি, তাদের অনুমান, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই এটা উদ্ভূত হয়। যদিও এটি আমাদেরই প্রচেষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু সত্য কথা হলো, তা আমাদের আকৃতি-প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত নয়।[৩]

[২] অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis carrel 1873-1944): ফরাসি চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ। ফ্রান্সে ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। ১৯১২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *Man, The Unknown* নামক গ্রন্থটি লিখে তিনি চিন্তার জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

[৩] . দেখুন তাঁর লেখা বই *Man, The Unknown*, পৃষ্ঠা-৩৮।

রাষ্ট্রপতি উইলসন

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে রাষ্ট্রপতি উইলসন[৪] বলে গিয়েছেন—

> 'আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা নিছক বস্তুগত দিক থেকে টিকে থাকতে পারে না, যদি না এটি তার আধ্যাত্মিকতা ফিরে পায়।'[৫]

বার্ট্রান্ড রাসেল

সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল[৬] বলেছেন—

> 'যেই যুগে শ্বেতাঙ্গ নেতৃত্ব দিত সেই যুগের অবসান হয়েছে। হ্যাঁ, সেই যুগের অবসান হয়েছে। ঈশ্বর চাইলে ভবিষ্যত হবে এই ধর্মের, ভবিষ্যত হবে ইসলামের।'[৭]

এখন আমি আপনাদের সামনে পেশ করব, পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে পশ্চিমা দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদেরই কিছু খোলামেলা স্বীকারোক্তি ।

আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা মরে যাচ্ছে

এই স্বীকারোক্তি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক 'সাইমন গার্জে' দিয়েছেন। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

> 'যারা আমাদের বস্তুনির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে এক ধরণের ভয় ও আশঙ্কাবোধ করছেন, তাদের মধ্যে আমিও

---

[৪] উইল্সন (১৮৫৬-১৯২৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

[৫] দ্রষ্টব্যঃ আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাসের রচিত 'হারবুন আম সালামুন' (যুদ্ধ নাকি শান্তি) ।

[৬] বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, গণিতবিদ, ইতিহাসবেত্তা, সমাজকর্মী, অহিংসাবাদী, এবং সমাজ সমালোচক। তাকে বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়। ১৯৫০ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুর ‹V। পান। যা ছিল তার বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ। সেসব গ্রন্থে তিনি মানবতার আদর্শ ও চিন্তার মুক্তিকে ওপরে তুলে ধরেছেন।

[৭] দেখুন সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ রচিত আল মুসতাকবিলু লি হাযাদ-দীন।(ভবিষ্যত এই ধর্মের)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

দার্শনিক কার্লাইল

উনিশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক কার্লাইল[১৪] বলেছেন—

'অন্যান্যদের তুলনায় 'মুহাম্মাদ'-এর কথাই গ্রহণ করা ও মান্য করার দিক দিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ একমাত্র তাঁর কথাই সত্য প্রকাশ করে।'[১৫]

তিনি আরো বলেছেন—'আমার দৃষ্টিতে তিনি যদি উত্তম আদর্শের মালিক না হতেন তাহলে দুর্ধর্ষ আরব জাতি; যারা দীর্ঘ তেইশ বছর গৃহযুদ্ধে মেতে ছিল, তারা কখনো তাকে এত অধিক সম্মান করত না। এমন জাতিকে নিজের অসাধারণ প্রতিভা এবং বীরত্ব ছাড়া সীমাহীন আনুগত্যশীল জাতিতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না, যা সম্ভব হয়েছিল তালিযুক্ত পোশাকের এই জুব্বাধারী ব্যক্তির পক্ষে। বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্টে ঘেরা তার দীর্ঘ তেইশ বছরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে খাঁটি বীর পুরুষের সব বৈশিষ্ট্যই আমি তার মধ্যে দেখতে পাই ।'

---

[১৪] থমাস কার্লাইল—(Thomas Carlyle 1795- 1881): স্কটল্যান্ডিয়ান লেখক। তীক্ষ্ণ সমালোচক। ঐতিহাসিক। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো, *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History* (আরবি অনুবাদ 'الأبطال' । এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রয়েছে। আরবিতে অনুবাদ করেছেন উসতায আলি আদহাম), الثورة الفرنسية। দেখুন, নাজিব আকিকি: ২/৫৩ المستشرقون।

জ্ঞাতব্য: এ পরিচ্ছেদে লেখক শুধু থমাস কার্লাইল ও অধ্যাপক শাবলের স্বীকারোক্তিদুটি উল্লেখ করেছিলেন। অথচ এই গ্রন্থে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ের স্বীকারোক্তির পরিমাণই বেশি। তাই উক্ত স্বীকারোক্তিদুটির সাথে আরো কিছু স্বীকারোক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যেন পাঠক বিষয়ের অপ্রতুলতা অনুভব না করেন। সেই সাথে এ বিষয়ে আরো অধিক তথ্যের জন্য পরিচ্ছেদের শেষে কয়েকটি গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৫] 'আততারবিয়াতুল ইসলামিয়া' ইসলামি শিক্ষা জার্নাল, সংখ্যা-১, বছর-৩১।

অধ্যাপক শাবল

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক 'শাবল' ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত জুরিস্ট সম্মেলনে বলেছিলেন—

'মানবতা গর্ববোধ করে মুহাম্মাদের মতো ব্যাক্তির সাথে সম্মন্ধ যুক্ত হতে পেরে। কারণ, তার নিরক্ষরতা সত্ত্বেও তিনি কয়েক দশকে এমন আইন নিয়ে আসতে পেরেছিলেন[১৬], আমরা ইউরোপীয়ানরা যদি দুই হাজার বছর পরেও এর শীর্ষে পৌঁছতে পারি তাহলে অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় আমরা সুখী হব।'[১৭]

আমরা তার এই উক্তিটি পেশ করছি ঐসকল ব্যক্তিদের সমীপে, যারা মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ আইন বাদ রেখে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾

> অর্থ: (হে নবি) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে, তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তারা তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।

[১৬] সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে।
[১৭] 'আততাশরিয়াতুল ইসলামিয়া' ইসলামি শিক্ষা জার্নাল, সংখ্যা-১, বছর-৩১।

আলফান্স ডিও লেমারটিন

আলফানস ডিও লেমারটিন[১৮] তার তুর্কির ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলেছেন—

'দার্শনিক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মাদকে মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তার চেয়ে মহত্ত্ব হতে পারে?'

টর আন্দ্রে

টর আন্দ্রে[১৯] বলেন, যদি আমরা মুহাম্মাদের ব্যাপারে উদার হই, তাহলে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, বাইবেলে যে মহান অতুলনীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ হয়েছে আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হযরত মুহাম্মাদকেই সেই মহান ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়ে যাই।[২০]

জোসেফ জে নুনান

জোসেফ জে নুনান[২১] বলেন—

---

[১৮] . আলফানস ডিও ল্যামার্টিন- (Alphonse de Lamartine ১৭৯০-১৮৬৯ ঈ.)। একজন ফরাসি লেখক কবি এবং রাজনীতিবিদ। অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন তুরস্কে। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো—تأملات شعرية، رحلة إلى الشرق

[১৯] টর জুলিয়াস ইব্রাইম আন্দ্রে (১৮৮৫-১৯৪৭) একজন সুইডিশ ধর্মযাজক, তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক এবং পণ্ডিত ছিলেন তিনি ইউপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, যেখানে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯২৪ সালে গামলা ইউপসালায় গির্জার যাজক হন। ১৯২২৭ এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে তিনি স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তারপরে ইউপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী নিয়ে রচনা করেছেন, *Mohammed: The Man and His Faith*

[২০] হযরত মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা ২৬৯, লন্ডন-১৯৩৬।

[২১] জোসেফ জে নুনান জুনিয়র (১৮৯৭-১৯৬৮) নিউ ইয়র্কের একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ

পাঠকরে পাতা